নেফ্রোটিক সিনড্রোম (Nephrotic Syndrome)

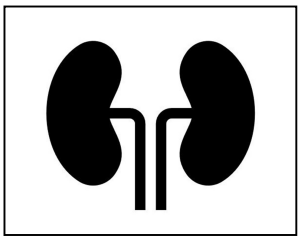

-এই রোগে বাচ্চাদের কিডনি থেকে প্রসাবে নানান প্রোটিন (protein) লিক (leak)হয়

- প্রোটিনের (এলবুমিন) ক্ষতি হলে - গা ফুলে যায়
- এন্টিবডির (antibody) ক্ষতি হলে - সংক্রমণের (ইনফেকশন) শঙ্কা
- এন্টিকোয়াগুলেন্ট (anticoagulant) প্রোটিনের ক্ষতি হলে - রক্ত জমে যায়

- রোগ নির্ণয় (ডায়াগনসিস)- Diagnosis

- প্রসাবে প্রোটিনের পরীক্ষা
- রক্ত পরীক্ষা
- কিডনির ক্রিয়া পরীক্ষা (ইউরিয়া/ ক্রিটিনিন)
- শরীরে এলবুমিনের পরীক্ষা
- অন্য কোনো সংলগ্ন রোগের পরীক্ষা
- কিডনির টুকরোর পরীক্ষা (kidney biopsy)-15 %

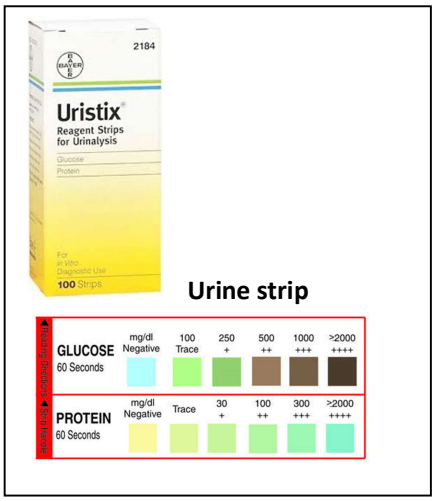

- চিকিৎসা

- বেশি ফোলা হলে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়
- মূত্রবর্ধক ওষুধ (Diuretic)
- খাবারে নূন সামান্য (ফোলা কমায়) - চিপস , চানাচুর, আচার নিষেধ
- নির্দিষ্ট চিকিৎসা - ওজন হিসাবে ট্যাবলেট বা সিরাপ প্রেডনিসোলোন (prednisolone)
- অন্যান্য ইমিউন ব্লকার - Tacrolimus, MMF, Levamisole, Rituximab

- রোগের পূর্বাভাস (Prognosis)

- 85 % রুগী তে প্রেডনিসোলোন ওষুধ দীর্ঘ মেয়াদী ভালো কাজ করে
- সর্দি কাশি বা ইনফেকশন হলে রোগের রেলাপ্স হয় - তখন প্রেডনিসোলোন আবার দিতে হয়
- খুব বেশি ঘন ঘন রেলাপ্স হলে - প্রেডনিসোলোন ছাড়া বড় ওষুধ ও দিতে হয়
- ১৫ % রুগী তে - প্রেডনিসোলোন ওষুধ কাজ করে না । এদের কিডনি ক্রমশঃ ফেল হতে পারে । কিডনি biopsy করতে হয় ও সেটা অস্বাভাবিক হতে পারে

- পিতামাতা / অভিভাবক রা কি করবেন

- বাড়ি তে বাচ্চার প্রসাবে প্রোটিন চেক করা (**Urine strip**) আর তার ডায়েরি করা দরকার
- সব রকম টিকা সময়মতো দেওয়া **(একটি সূচনা - যখন বাচ্চা প্রেডনিসোলোন জাতীয় ইমিউন ব্লকার ঔষধ খায় তখন কোনো রকম লাইভ ভ্যাকসিন (টিকা) যেমন পোলিও ইত্যাদি , তাকে ডাক্তার কে না জিজ্ঞেস করে ,যেন না দেওয়া হয়)**
- সর্দি কাশি, ত্বকের ইনফেকশন হলে ডাক্তার কে দেখানো দরকার

Dr Tathagata Bose